R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬, সডাক ৭

নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে ৮মাইল ভাঙন-বিধ্বস্ত এলাকা উপকৃত

বিশেষ প্রতিনিধি : নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে জঙ্গিপুর মহকুমায় কীর্তিনাশার ভাঙন-বিধ্বস্ত প্রায় ৮ মাইল এলাকা উপকৃত হয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে গঙ্গা ভাঙন বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ ডিভিসনের সাব-ডিভিসনাল অফিসার (এ্যাসিসটানন্‌ট ইনজিনিয়ার) নবকুমার মণ্ডল এ তথ্য জানান। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'টেট্রাপয়েড' এবং 'ডিপট্রিজ' নতুন পদ্ধতি দু'টির নাম। এই পদ্ধতিতে স্পারগুলি বাঁচানো হয়েছে এবং ভাঙন প্রতিহত করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক পদ্ধতি দু'টিতে সুফল পাওয়া গেলে অন্যান্য জায়গায় এগুলির প্রয়োগে ভাঙন প্রতিহত হবে বলে তিনি আশা করেন। আপাততঃ মিঠিপুর থেকে মিঞাপুর (কুতুবপুরের কাছে) পর্যন্ত প্রায় ৮ মাইল এলাকায় সুফল পাওয়া গিয়েছে।

মণ্ডল জানান, কুতুবপুরের মাটিতে বালির ভাগ অত্যন্ত বেশী। তুলনায় মিঠিপুরের মাটি শক্ত। কুতুবপুরে চারটি স্পার তৈরী করা হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে এপারের ভাঙন বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে ১নং স্পারের বিপরীত দিকে ফাটল ধরেছে। এপারে চর পড়তে পারে। একটা চ্যানেল দেখা দিয়েছে, পদ্মার স্রোত সেখান দিয়ে সরে যেতে পারে। মিঠিপুরের এপারেও মাইলখানেক চর পড়েছে, পদ্মার স্রোত ওপারে সরে গিয়েছে। এখন হুরপুর-দিয়াড়া ভাঙছে প্রচণ্ডভাবে।

প্রসঙ্গতঃ ভাগীরথী ভাঙন সম্পর্কে তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, পোরট বিভাগ আহিরণ থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ভাঙনের কারণ পরীক্ষা করে দেখছেন। গঙ্গা ভাঙনের রঘুনাথগঞ্জ ডিভিসনও রিপোরট পাঠিয়েছেন ভাগীরথী ভাঙনের ব্যাপারে।

রাস্তার দুরবস্থায় ফরাক্কা বহুদূর

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রয়োজনীয় বাসের অভাব ও রাস্তার দুরবস্থার ফলে মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ থেকে ফরাক্কার সাথে যোগাযোগ এক দুর্বিসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগকারী যাত্রীদের মতে, কয়েকটি বাস যা রঘুনাথগঞ্জ—ফরাক্কা রুটে চলাচল করে তাও যখন তখন খেয়ালখুশীমত বন্ধ রাখা হয়। ট্রেনও যথাসময়ে পর্যাপ্ত নেই। ফলে ফরাক্কা যাতায়াত খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। রাস্তার দুরাবস্থার কথা তো সবারই জানা। কিন্তু তবুও মেরামত করে রাস্তা চওড়া করার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতা দূর হল না। এতে তকলিফ বেড়েছে যাত্রীদের, ছাত্রদের। জঙ্গিপুর ও অরঙ্গাবাদ কলেজ আগত ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস পান না। অথচ তাঁরা নিয়মিত কলেজে আসার

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

অভিযোগে ১৮টি পাট্টা বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, ১ আগষ্ট—মিসরিপ্রেজেনটেশনের অভিযোগে জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৮টি পাট্টা এখন পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। পাট্টা প্রাপ্তির ব্যাপারে আরো প্রায় ৪৮টি অভিযোগের তদন্ত চলছে। ১২টির ক্ষেত্রে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে সব এলাকায় প্রদত্ত পাট্টার মধ্যে ১৮টি বাতিল করা হয়েছে সেগুলি হল সাগরদীঘি, ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২, ফরাক্কা, সুতী ১ ও ২ সারকেল।

পাট্টা পেতে হলে তিনটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রথমতঃ কৃষিজমি থেকে ২/৩ মাইল এলাকার লোক হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ নিজস্ব জমি, বর্গাচাষের অর্দ্ধেক জমি এবং যে খাস জমি সে পাবে সব মিলিয়ে যেন এক হেকটর (২ একর ৪৭ শতক) এর বেশী কৃষিজমি না হয় এবং তৃতীয়তঃ তাকে পেশায় চাষী (পারসোনাল কালটিভেসন) হতে হবে। কিন্তু অভিযুক্ত পাট্টা হোল-ডাররা নিয়মের শর্তগুলি সম্পর্কে মিস রিপ্রেজেনটেশন করে পাট্টা পান। পরে তদন্তে দেখা যায় কারো জমি আছে, কেউ চাকরি করেন। তাই অভিযুক্ত ১৮ জন পাট্টা হোলডারের পাট্টা বাতিল করে দেওয়া হয়। খবরটি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রের। অন্য এক সূত্রের খবরে প্রকাশ, মহকুমায় এখন পর্যন্ত ১১ হাজার কৃষিজমি এবং ৬ হাজার বাস্তুজমির পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে।

মরার আগেই মরগে

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—মূল্যবৃদ্ধি কিভাবে রোধ করা যায় তাই নিয়ে বৈঠক চলছিল বহরমপুরে অফিসারদের সঙ্গে গত বুধবার জেলা শাসকের অফিসে। এমন সময় ফোনটা আর্তনাদ করে উঠল। জেলা শাসক এন রামজী রিসিভার তুলেই শুনতে পেলেন সাগরদীঘি থেকে কে একজন লোহারাম সাহা তাঁকে বলছেন, রেল দুর্ঘটনায় আহত জনৈক ব্যক্তিকে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মরগে মরার আগেই পুরে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ওই দিন সকাল পৌনে দশটা নাগাদ সাগরদীঘি রেল ষ্টেশনের ডাউন আউটার সিগনালে

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ও সি সাসপেন্ড দারোগা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জে পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সাগরদীঘি থানার ও সি শিবপদ সাহাকে গত শনিবার রাত্রে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিস্তারিত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে সাসপেন্ড হওয়ার আগে ইনসপেকটর পদে প্রোমোশন পেয়ে তিনি অন্য জেলায় বদলি হতে চলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার-রূপে সাগরদীঘি থানায় কাজ করার সময় তিনি তৎপরতার সঙ্গে পাপ ব্যবসা ও অপরাধ দমনে সক্ষম হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

অতিরিক্ত জেলা শাসক, ডি এন টি

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

'দুঃখ কর অবধান'

আমাদের পত্রিকায় গত সংখ্যায় জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন—এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জঙ্গিপুর শহরে এই বাসষ্ট্যাণ্ডটির যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। এই ষ্ট্যাণ্ড হইয়া বহরমপুর--জঙ্গিপুর বাসগুলি চলাচল করে। জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, লালবাগ, লালগোলা প্রভৃতি স্থানের জন্য বহু যাত্রী এখানে অপেক্ষা করেন এবং সেই স্থানগুলি হইতে অনেক লোক এখানে প্রতিদিন আসিয়াও থাকেন। রাত্রিতেও কয়েকটি বাস চলাচল করে।

সন্ধ্যার পর এই বাসষ্ট্যাণ্ড অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। এখান-সেখানের দোকানপত্র হইতে আলোর ছটা পড়ে এইমাত্র। আর চলাচলকারী বাস-গুলির হেডলাইট বর্ষিত হঠাৎ আলোর বন্যা যাত্রীদের কোন কাজেই লাগে না। একখুঁটির কেরোসিন যাহা আগে পুরসভার ব্যবস্থাপনায় ছিল, দীর্ঘকাল হইল, নিষ্ক্রিয়। এমতাবস্থায় এখানে যাত্রীসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। চুরি-ছিনতাইকারীদের এই স্থানে বিশেষ মওকা মিলিবার সম্ভাবনা। এই স্থানটি জঙ্গিপুর পুরসভার এলাকায় পড়ে। পুরসভার নিকট বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াও এখানে অদ্যাবধি বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পুরসভা কর্তৃপক্ষ কেন উদাসীন রহিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানঘাটে বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ড অবহেলিত কেন? শ্মশানযাত্রীর তুলনায় দৈনিক বাসযাত্রীর সংখ্যা ত অনেক বেশী। যাত্রী-সাধারণের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমরা জঙ্গিপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল এলাকাধীন রাস্তাগুলির অবস্থা দিনের দিন খারাপ হইতেছে। কোথাও রাস্তা ইটবাঁধানো, কোথাও বা খোয়া-পাথর ফেলা এবং কোথাও কাঁচা। বাঁধানো রাস্তা এমনই 'এবড়ো-খেবড়ো' যে, সাইকেল, রিকশ প্লবগ হয়। জুতাপায়ে চলিতে অনেক সময় পায়ের কব্জি মচকাইয়া যায়; খালি পায়ে চলিতে পদকর্তা হাড়ে হাড়ে টের পান। কাঁচা রাস্তা জলকাদায় অসুবিধা ঘটায়। এই রাস্তাগুলিতে পিচ দিয়া অথবা লাল কাঁকর দিয়া চলাচলের উপযোগী না করিলে রোগী, নীরোগ—সকলেরই যথেষ্ট অসুবিধা। আসন্নপ্রসবা, আহত প্রভৃতিদের রিকশযোগে আনিতে এই সব রাস্তায় বেশ ঝাঁকুনি খাইতে হয়; রোগীদেরও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এই অসুবিধা (বিশেষতঃ রোগীর) দূর করিবার জন্য আমরা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পুরাণ কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণ

মনসা

—ঠাকুরদাস শর্মা

মনসার কাহিনীর বিশেষ অংশই হ'লো চন্দ্রকেতু সদাগরের সঙ্গে সর্পদেবী মনসার বিরোধ। এই বিরোধকে কেন্দ্র ক'রেই মনসার দেবীত্ব আরো প্রস্ফুটিত হ'য়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

কাহিনীর সূত্র হ'তে বোঝা যায় মনসা চেয়েছিলেন চন্দ্রকেতু তাঁকে স্বীকার করে নেবেন, কিন্তু চন্দ্রকেতু তাঁকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারেননি তাই স্বীকৃতিও দিতে চাননি। ফলে এই বিরোধ। এই কাহিনীকে আর্য ও তৎকালীন বাঙ্গালীদের লড়াই বলে ভাবলে খুব একটা যুক্তিহীন মনে হয় না। কেন না আর্যরা তাদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে বাঙ্গালীকে কখনও অসুর, কখনও সর্প, কখনও পক্ষী বলেছেন। তাহলে তাঁদের উক্তিমত সর্পজাতিকে বাঙ্গালী বলে কল্পনা করা যায়। কোন এক সময়ে এই সর্পজাতির অধীশ্বরী ছিলেন 'মনসা'। এই মনসাকে কোন কোন ক্ষেত্রে শিবকন্যা বলে অভিহিত করা হ'য়েছে। শিব বাঙ্গালীর বড় আদরের দেবতা তাই বাঙ্গালী তেজস্বীবালাকে শিব-কন্যা বলা হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। চন্দ্রকেতুর আচার আচরণ ও তাঁর মনসার প্রতি ঘৃণার প্রাবল্য দেখে সহজেই তৎকালীন আর্যদের কথা মনে পড়ে যায়। তাই মনে হয় চন্দ্রকেতু একজন আর্যবণিক। তবে তিনি শিবেরও উপাসক। কেন না সেই সময় আর্যরাজ দক্ষের দম্ভ ও গর্ব্ব খর্ব্ব করার পর শিব আর্যদের মধ্যেও নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। সেকারণেই শিব অনেক আর্যের পূজা পেয়ে আসছিলেন। তথাপি অন্তরের স্বাভাবিক ঘৃণা তখনও আর্যরা ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা বাঙ্গালীর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। তাই চন্দ্রকেতু তাঁর শক্তির দম্ভে ভেবেছিলেন যে তিনি সর্প অধীশ্বরীকে স্বীকৃতি না দিয়েই তাঁর অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যবসা করার অধিকার অর্জ্জন করবেন। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করবেন। শক্তিও তাঁর ছিল এটুকু অন্ততঃপক্ষে কাহিনী হ'তে বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী বীরাঙ্গনা মনসা হীনতা স্বীকার করেননি। তিনি চাঁদসদাগরকে জানিয়ে দিলেন পূজা দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার না করে তাঁকে খাজনা না দিয়ে তাঁর রাজত্বে ব্যবসা করতে তিনি দেবেন না। চাঁদও সে আদেশ মানতে সম্মত হ'লেন না। বিশাল বাহিনী নিয়ে বাঙ্গালায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু জলযুদ্ধের নানা গোপন কৌশলে অভ্যস্থ সর্পজাতি মনসার নেতৃত্বে হরণ করলো চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরকে এবং পাটন বিলের কালীদহের মধ্যে চাঁদকে ভাসিয়ে দিলো জলে। চাঁদসদাগর মনে করলেন বোধ হয় নৌকাডুবি হ'য়েছে, তিনি কোনক্রমে বেঁচে গেছেন। সেই অবস্থায় তিনি ফিরে এলেন দেশে। এরপর সুরু হ'লো দুই রাজত্বে শক্তির লড়াই। বিষে অভিজ্ঞ সর্পজাতি। সর্পবিষের প্রয়োগে একে একে নিহত করলো চাঁদের সকল সন্তানকে। কিন্তু চাঁদ-সদাগর ও তাঁর বন্ধু বিষবিশেষজ্ঞ ধন্বন্তরীর দ্বারা তাদের বাঁচিয়ে তুললেন। এবার মনসা বুঝলেন আগে ধন্বন্তরীকে হত্যা না করলে চাঁদ সদাগরকে পুত্রহারা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর গোপনবাহিনী সুকৌশলে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলো ধন্বন্তরীকে। বিষ প্রতিষেধক অঙ্গুরি চাঁদের কাছ হ'তে হ'লো অপসারিত। চাঁদ এবার হ'য়ে পড়লেন রীতিমত অসহায়। তবু তিনি বীরপুরুষ বলেই কোনভাবেই স্বীকার করতে চাইলেন না মনসাকে। মনসাও সুকৌশলে বিষপ্রয়োগে চাঁদের সব কয়টি সন্তানকে মৃতবৎ ক'রে দিলেন। চাঁদ একে একে তাদের দেহ নদীজলে ভাসিয়ে দিয়ে বিষাদে মৌন হ'য়ে রইলেন। তবুও মনসাকে স্বীকৃতি দিলেন না। চাঁদের সন্তানরা নদীগর্ভ হ'তে নীত হ'লো মনসার কাছে। চৈতন্য ফিরিয়ে তাদের বন্দী ক'রে রাখা হ'লো কারাগারে। চাঁদকে বলা হ'লো তিনি যদি মনসাকে স্বীকার করেন, পূজা দেন, তবে তাঁর সন্তান ও সকল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবু চাঁদ তাঁর আর্যত্বের অহমিকা ত্যাগ করে সর্পজাতিকে স্বীকার করতে পারলেন না। এই সময় তাঁর এক পুত্র হ'লো। নাম লক্ষীন্দর। লক্ষীন্দর বড় হ'লে চাঁদসদাগর তাঁর বিবাহ দিলেন বেহুলার সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের রাত্রে চাঁদের সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও লক্ষীন্দর মনসা প্রেরিত গুপ্ত ঘাতকদের হাতে বিষে আক্রান্ত হ'য়ে জ্ঞান হারিয়ে মৃতবৎ হ'লেন। তৎ-কালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাকে ভেলায় ভাসান হ'লো। বেহুলা সহমরণে যাবার সংকল্প ক'রে লক্ষীন্দরের সাথে ভেলায় ওঠে ভেসে চললেন অজানার পথে। পরে মনসার চরেরা অচৈতন্য লক্ষীন্দর ও বেহুলাকে নিয়ে আসে মনসার রাজসভায়। সেখানে বেহুলার দুঃখ দেখে রাণী মনসার মনে বেদনা জাগে। তদুপরি বেহুলার আত্মত্যাগ ও তাঁর স্বামীর প্রতি প্রেম কমনীয় বাঙ্গালী নারীর মনকে করে ভারাক্রান্ত। মনসা বেহুলাকে বলেন যদি সে কোনক্রমে তাঁর শ্বশুরকে সম্মত করাতে পারে তাঁকে স্বীকৃতি দিতে তবে তিনি তার স্বামীকে ও স্বামীর অন্যান্য সহোদরদের ফিরিয়ে দেবেন। এমন কি সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর সমেত সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করবেন। বেহুলা মনসার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে মনসা তার স্বামীর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাকে জীবিত করলেন। তারপর মধুকর সাজিয়ে সকল ভ্রাতা-সমেত বেহুলাকে চন্দ্রকেতুর রাজ-ধানীতে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বেহুলার একান্ত চেষ্টায় এবং সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে চাঁদের মধ্যে পরিবর্তন এলো। তিনি

—৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রেষ্ঠ মুখ্যগ্রাম নওদা

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অধীন মুর্শিদাবাদ জেলার ১৮টি মুখ্যগ্রামের মধ্যে নওদা মুখ্য গ্রামটি কৃষিকার্যে সর্বোৎকৃষ্ট কৃতিত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ মুখ্যগ্রাম বিবেচিত হওয়ায় শীল্ড প্রদান অনুষ্ঠান ও সার উৎসবের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সরকারের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা এন বি রায় চৌধুরী সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করে রাজ্য কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার তাঁর ভাষণে এই প্রকল্পে কৃষি কাজের সার্বিক উন্নতির প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের কাল আরো তিন মাস বৃদ্ধির জন্য জার্মান কৃষি উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান।

পুরাণ কাহিনীর বাস্তব বিশ্লেষণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাদের সকলের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসাকে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁকে খাজনা দিয়ে তাঁর দাবি মেনে নিলেন। এই অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতিকে কাহিনীতে বলা হ'য়েছে 'বাম হাত দিয়ে পূজা করতে সম্মত হ'লেন।' এই হ'লো কাহিনীর বাস্তব রূপ।

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত

সেশন ইংরাজী ১৯৭৬-৭৭

সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও মনোরম পরিবেশে, বাস ও ট্রেনের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অল্প ব্যয়ে হোষ্টেলে থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ। আসন সংখ্যা সীমিত; ভর্তির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

রমাকান্ত আচার্য্য

প্রধান শিক্ষক ও রেকটর

মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল ও

মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৪ঠা আগষ্ট, ১৯৭৬ পোঃ গনকর মুর্শিদাবাদ

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ আগষ্ট—আজ এই-মাত্র সমাপ্ত শীল্ডের খেলায় অগ্নিফৌজের বাবলু ব্রহ্মের হ্যাটট্রিক-এর সুবাদে শীল্ডের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক লিপিবদ্ধ হয়েছে। লীগ পদ্ধতির এই খেলার ফলাফল যথাক্রমে :—

	খে	জ	প	ড্র	পয়েন্ট
অগ্নিফৌজ	৩	৩	০	০	৬
গোফুরপুর	২	২	০	০	৪
যুবক সংঘ	১	১	০	০	২
জোতকমল	২	১	১	০	২
সেবাশিবির	৩	১	২	০	২
সপ্তর্ষি	২	০	২	০	০
রঘুনাথগঞ্জ স্কুল	৩	০	৩	০	০

মামা-ভাগ্নের কারবালা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ জুলাই—মামা রঘুনাথগঞ্জ সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের হেড ক্লার্ক। ভাগ্নে বে-সরকারী একজন জনসাধারণ। তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিবাদ বহুদিনের। গত মঙ্গলবার সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসেই সেই বিবাদ হঠাৎ ফেটে পড়ে। ভাগ্নে কি একটা কাজে আসেন অফিসে। তখন সকাল সাড়ে দশটা। শুরু হয় মামা-ভাগ্নের বচসা, ধস্তাধস্তি, কালি ছোঁড়াছুঁড়ি। উপস্থিত কয়েকজনের জামা ও অফিসের মেঝেয় কালির কালিমা; হেড ক্লারকের রোলার ভেঙে দু'টুকরো। উপস্থিত সবাই তটস্থ। হয়তো বা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এরই মাঝে জনৈক প্রবীণের মুখে দাদাঠাকুরের খেদোক্তি :

জাত ধরম মত পরোয়া করো
দিন গুজারণ ঠেলা
সা রে গা মা পা ধা নি
সাত তার কা খেলা।

ঘটিরাম সাসপেন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতার জন্য আহিরণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একস্টেনশন এডুকেটর ভবানী বড়ালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অনুরূপ কারণে মহেশাইল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একস্টেনশন এডুকেটরকে বদলি করা হয়েছে।

গ্যাসট্রো এনট্রাইটিসে মৃত্যু

সাগরদীঘি ২ আগষ্ট—গত সপ্তাহে এই ব্লকের ভুরকুণ্ডা গ্রামে দু'জন গ্যাসট্রো এনট্রাইটিসে আক্রান্ত হন। পরে এঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়

প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া • ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

চোর চেনার ফ্যাসাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ থানার কুতুবপুর গ্রামে জনৈকা মহিলার বাড়িতে গত বুধবার রাত্রে চুরি হয়। পালাবার সময় চোরটিকে মহিলা চিনতে পারেন এবং গ্রামবাসীদের কাছে তার নাম প্রকাশ করে দেন। পরদিন চোরটি এসে নাম বলে দেওয়ার জন্য মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধোর করে। পুলিশী সূত্রে জানা যায়, চোরটি মহিলারই প্রতিবেশী।

চুরি : গত শুক্রবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগা মিঞাপুরে নিরঞ্জন মাঝির বাড়ি হতে সোনা-দানা, বাসন-পত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্রে প্রায় দু'হাজার টাকা চুরি যায় বলে খবর।

বাটপারি : রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতি-নগর বাজারের জনৈক সাহা আগামী দুর্গা পূজোয় চোরাই কাপড়ের ব্যবসা করবে বলে ধুলিয়ান যায়। সেখানকার এক ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে ৯০০ টাকা নিয়ে একটি বাক্স ধরিয়ে দেয় এবং বলে যে ওতে দামী দামী টেরিকট ছিট্ আছে। গোপনে বাড়ি ফিরে বাক্স খুলে সে দেখে বাক্সে কিছু নষ্ট কাপড় এবং তার নীচে সের দুয়েক চাল ছাড়া কিছুই নাই। ভয়ে সে এ খবর পুলিশকে জানাতে পারেনি।

ট্রাক চাপায় নিহত : সুতী থানার মহেশাইলের কাছে জাতীয় সড়কে চলন্ত ট্রাক চাপা পড়ে জনৈকা মহিলা নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

৩ প্রতারক পলাতক

রঘুনাথগঞ্জ, ১ আগষ্ট—শহরের বহু লোকের টাকা নিয়ে নির্মল চিট ফাণ্ডের ৩ কর্তা এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। এদিকে জনৈক প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন বলে প্রকাশ। পুলিশও তাদের খুঁজছে বলে জানা গেছে।

শিক্ষক চাই

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে বাংলা, ইংরাজী পড়াতে সক্ষম একজন ট্রেন্ড আর্টস গ্র্যাজুয়েট প্রয়োজন। সাত দিনের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। —সেক্রেটারী, আমতলা হাই স্কুল, পোঃ কুলি, ভায়া ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ।

শিক্ষক চাই

মোমিনটোলা সিনিয়র মাদ্রাসার জন্য দুইজন এম, এম শিক্ষক চাই। দরখাস্ত দাখিল করিবার শেষ তারিখ ১২/৮/৭৬। —সম্পাদক, মোমিনটোলা সিনিয়র মাদ্রাসা, পোঃ নুরপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জয় মা সন্তোষী হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেণ্ট

ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে

(রুচিপূর্ণ আহার ও জলযোগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।)

আপনার সেবার একবার সুযোগ দিন।

পোঃ সাগরদীঘি, (মুর্শিদাবাদ)

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

মরার আগেই মরগে

(১ম পাতার পর)

লেগে চলন্ত আজিমগঞ্জ—নলহাটী প্যাসেনজার ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় জনৈক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। ষ্টেশন থেকে এ খবর পেয়ে সাগরদীঘি পুলিশ বেলা এগারটা নাগাদ আহত ব্যক্তিকে সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। রোগীর অবস্থা তখন আশংকাজনক ছিল, মাথার ঘিলু বেরিয়ে পড়েছিল এবং বাঁচার আশা কম ছিল। স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডঃ সিন্‌হা বিশ্বাস রোগীকে ভর্তি করে ক্ষতস্থান মাপজোখ করেন এবং 'বাঁচবে না' ধরে নিয়ে মরার আগেই মরগে পুরে তালা বন্ধ করে দেন। ঠিক এর পরই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শান্তি ভঙ্গ হয়, উপস্থিত জনতার বিক্ষোভ দেখা যায় এবং দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। এবং ফোনে খবর যায় জেলা শাসকের কাছে।

রামজী রিসিভার নামালেন। জঙ্গিপুরের সেকেন্ড অফিসার শান্তি-গোপাল দত্ত মজুত ছিলেন জেলা শাসকের বৈঠকে। রামজী ঘটনাস্থল ঘুরে যেতে অনুরোধ করলেন শান্তি-বাবুকে। শান্তিবাবু বহরমপুর থেকে কর্মস্থল রঘুনাথগঞ্জ ফেরার পথে সাগরদীঘি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়ে সব দেখে-শুনে এলেন। সেখানে তিনি স্বাস্থ্য-কেন্দ্র মরগের তালা ভেঙে রোগীকে বের করার অভিযোগ পেলেন এবং পুলিশকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বললেন। শান্তিভঙ্গের দায়ে পুলিশ গতকাল পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল। বলা বাহুল্য, মরার আগেই যাঁকে মরগে পুরে দেওয়ার জন্য এত গোলমাল তিনি সেদিনই বেলা বারটা পঁচিশ মিনিটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সভাপতির পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলা ছাত্র-পরিষদের সভাপতি চিত্ত মুখারজি জানিয়েছেন যে, যুবনেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী ও সুব্রত মুখারজির নেতৃত্ব সম্পর্কে কিছু গুজব ছড়ানোর জন্য তিনি ফরাক্কা ব্যারেজ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি উভয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তীব্র নিন্দাও করেছেন।

জঙ্গিপুর শহরে প্রকাশ্য মাতলামি

জঙ্গিপুর, ৩১ জুলাই—জঙ্গিপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে মদের দোকান সংলগ্ন বারান্দায় বিকেলের পর থেকেই মাতালদের চিৎকারে পথ চলা যায় না। প্রায়ই পথ চলতি মেয়েদের প্রতি অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয় এখান থেকে। সকলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তাই অনুরোধ জানাচ্ছেন, মাতলামি বন্ধ করিয়ে শহরের মানুষকে শান্তিতে বাস করতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

জঙ্গিপুর কলেজে বায়ো-সায়েন্স

জঙ্গিপুর, ৩ আগষ্ট—জঙ্গিপুর কলেজে বায়ো-সায়েন্স বিভাগ খোলা হচ্ছে। এই সেসন থেকে ছাত্রছাত্রীরা কলেজের এই বিভাগে ভর্তি হতে পারবে বলে জানা গিয়েছে। বিভাগটি খোলার পেছনে জঙ্গিপুর বিধানসভা সদস্য হাবিবুর রহমানের অবদান অনস্বীকার্য।

রাস্তার দুরবস্থায় ফরাক্কা বহুদূর

(১ম পাতার পর)

জন্য চেষ্টা করেন। এদিকে মুরারই—রঘুনাথগঞ্জ রুটে বাসের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত বাস দেওয়া হয়নি। বাসের ছাদে যাত্রী চাপানো আজো চলেছে; অবশ্য শহর পেরিয়ে। ৫ খানি বাস এই রুটে যাতায়াত করে। যাত্রীদের মতে আরো ২/৩ খানি বাস দিলেও রুটে ভিড় কমবে না। এই রুটের বাসগুলি অস্বাভাবিক যাত্রী নিয়ে বিপদজনকভাবে চলাচল করে এবং বহু যাত্রী দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারান।

দারোগা গ্রেপ্তার

(১ম পাতার পর)

পুলিশ ও ডিইবি ইনস্পেকটর গত সপ্তাহে যৌথ অভিযান চালিয়ে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে বেলডাঙ্গা থানার জনৈক দারোগাকে গ্রেপ্তার করেছেন। এ খবরটিও পুলিশী সূত্রের।

শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার হিয়াৎ সেখ ২৩ জুলাই ধুবুলিয়া টিবি হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। ২৫ জুলাই বালিঘাটায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। জনহিতকর বহু কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মাখলে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।